যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2007
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

বগুড়া কৃষি কলেজ বন্ধ : ১০ বছর ধরে বেতনভাতা নেই

বগুড়া ব্যুরো

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বগুড়ার একমাত্র কৃষি কলেজটি নানা কারণে ৫ বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। ডোনেশনের নামে লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয়া দু'শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রায় ১০ বছর ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। কেউ পেশা পরিবর্তন আবার কেউ কলেজ চালুর আশায় থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কেউ না থাকায় কলেজের লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার চুরি হয়ে গেছে। এলাকার লোকজন কলেজের জমিতে চাষাবাদ করছেন। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান কলেজটি চালুর আশ্বাস দিলেও তা পালন করেননি। ভুক্তভোগীরা কলেজটি অবিলম্বে চালু করে দেয়ার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। তারা কলেজের দুর্নীতিবাজ সভাপতি ও সেক্রেটারিকে গ্রেফতার এবং তাদের কাছ থেকে আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করতে যৌথ বাহিনীর অধিনায়কের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জানান, বগুড়াবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭

বন্ধ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

বন্ধ : বগুড়া কৃষি কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সালের ১৯ জানুয়ারি এক সুধী সমাবেশে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। প্রায় সোয়া ১০ বছর আগে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন চকজোড়া রানীরহাট এলাকায় বগুড়া কৃষি কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।

তা. ইয়াসিনের মৃত্যুর পর বগুড়া-জয়পুরহাট আসনের সাবেক মহিলা সাংসদ কামরুন নাহার পুতুল কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও খাদেকুল ইসলাম বকুল সেক্রেটারি হন। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন, পরিচালনা কমিটি ৪০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ডোনেশনের বিনিময়ে শিক্ষক পদে ২৪ জন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেয়। পরের বছর কলেজটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা টাকা খরচ করে চাকরি পেলেও বেতন-ভাতা পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেননি।

এদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বগুড়া সফরকালে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সবকিছু অবহিত করেন। তিনি কলেজটি চালু করতে সবকিছু করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এরপর বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর তৎকালীন উপ-পরিচালক ড. আবদুর রশিদকে ডেপুটেশনে বগুড়া কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটি ২০০২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ায় তাদের সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। তারা অনিয়মিতদের বাদ দিয়ে নিয়মিতদের নিয়োগ বৈধকরণের দাবি জানান। কিন্তু পরিচালনা কমিটি তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া বহাল রাখায় ২০০২ সালের ১৬ নভেম্বর কয়েকজন শিক্ষক-কর্মচারী সাবজজ কোর্টে মামলা (নং-৭০/০২) দায়ের করেন। আদালত ডিক্রিসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করেন। নিয়োগ বন্ধ করে দেয়ার পর থেকে কলেজের সব কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

কর্মচারীরা জানান, কলেজে প্রায় ৬০ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ২০ লাখ টাকা মূল্যের ফার্নিচার ছিল। এসবের এখন কিছুই নেই। স্থানীয় জনগণ দরজা-জানালা খুলে নিয়ে গেছে। বর্তমানে টিনের চাল ও দেয়াল রয়েছে। কলেজের নামে কেনা ১০ বিঘা জমিতে এলাকার লোকজন চাষাবাদ করছেন। সহায়-সম্বল বিক্রি করে চাকরি পাওয়া ওইসব হতভাগ্য শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে অসহায় জীবন যাপন করছেন। তারা আজও বেকার জীবনের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছেন। ভুক্তভোগীরা বগুড়ার একমাত্র কৃষি কলেজটি আবারও চালু করে কৃষিপ্রধান ও পশ্চাদপদ খ্যাত বগুড়ার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ প্রদান এবং তাদের রুজিরুটির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সবার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।